দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ MAR 22 1999
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

117

সিলেটে পাঠ্য পুস্তকের বাজার এখন ভারতীয় প্রকাশকদের দখলে

মোঃ আজিজুল হক বাবুল (মৌলভীবাজার থেকে) ঃ ভারতীয় উচ্চতর শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক এখন সিলেট বিভাগের ৪টি জেলায় বইয়ের বাজার দখল করে নিয়েছে। ফলে এ শ্রেণীর চাহিদা পূরণে ছাত্র-ছাত্রীরা এখন পুরোপুরি ভারতীয় বইয়ের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। উন্নতমানের কাগজ ও দাম অনেক কম হওয়ায় বাজারে ভারতীয় বই বিক্রি হচ্ছে দেদারছে। সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার লাইব্রেরীগুলোতে প্রতিদিন মাস্টার্স-স্নাতকসহ উচ্চতর শ্রেণীর যে-সকল বই-পুস্তক বিক্রি হচ্ছে তার অধিকাংশই ভারতীয়। উচ্চতর শ্রেণীর এসব বই দামে সস্তা। বিশেষ করে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর নির্ভরযোগ্য দেশী বইয়ের অভাব থাকায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও শিক্ষার্থীরা ভিনদেশী লেখকের বই ক্রয় করছে। উচ্চতর শ্রেণীর রেফারেন্স বুক হিসাবে শিক্ষকরাও ভারতীয় বইয়ের সন্ধান দেন।

এতদিন শিশু শ্রেণীর কেজি অথবা প্রাথমিক পর্যায়ের ভারতীয় বইয়ের ছড়াছড়ি ছিল বাজারে। এখন উচ্চতর পাঠ্য বইয়ের বাজারে ভারতীয় বই-পুস্তকের শক্তিশালী অবস্থান সচেতন মহলকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। সুধী মহলের প্রশ্ন, স্বাধীনতার এতদিন পর ভারতীয় পাঠ্যবই আমাদের কিনতে হচ্ছে কেন? সমমানের বই কি বাংলাদেশের লেখকরা উপহার দিতে পারেন না? এ বিষয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা বোর্ডকে গভীরভাবে চিন্তা করে বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া জরুরী বলে অভিজ্ঞমহল মনে করেন।

পাঠ্য পুস্তকে ভুল তথ্য

১৯৭১ সালে আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অসামান্য অবদান রাখিবার জন্য যে ৭ জন অমর ব্যক্তিত্ব সর্বোচ্চ উপাধিতে (বীরশ্রেষ্ঠ) ভূষিত হইয়াছেন তাহাদের একজন হইলেন বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ। ৯ম-১০ম শ্রেণীর গদ্য বইতে আলাউদ্দিন আল আজাদ রচিত 'বীরশ্রেষ্ঠদের কথা' নামক গল্পে আব্দুর রউফ সম্পর্কে একটি ভুল তথ্য লেখা রহিয়াছে, যাহা প্রায় দেড় যুগেও সংশোধন করা হয় নাই। উক্ত গল্পে লেখা আছে– 'মুন্সী আব্দুর রব ১৯৪৩ সালের মে মাসে ফরিদপুর জেলার বোয়ালখালি থানার অন্তর্গত সালামতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।' এইখানে বোয়ালখালি নামক যে থানাটির উল্লেখ করা হইয়াছে বাস্তবে উক্ত নামের কোন থানা ফরিদপুর তথা বৃহত্তর ফরিদপুর, জেলায় অতীতে কোনকালে ছিল না এবং বর্তমানেও নাই। ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত থানাগুলি হইতেছে- আলফাডাঙ্গা, বোয়ালমারী, মধুখালী, ফরিদপুর সদর (কোতোয়ালী), সদরপুর, চরভদ্রাসন, ভাঙ্গা এবং নগরকান্দা। লেখক 'বোয়ালমারী' কে 'বোয়ালখালী' হিসাবে অভিহিত করিয়াছেন কিনা জানি না। যাহা হউক, এই ধরনের একটি ভুল তথ্য কেন বছরের পর বছর পাঠ্য পুস্তকে সযত্নে সংরক্ষণ করা হইতেছে তাহা বোধগম্য নহে। অপরদিকে নূতন প্রজন্ম ভুলটাই না জানিয়া গলধঃকরণ করিতেছে। সুতরাং সঠিক তথ্যটি পাঠ্য পুস্তকে সংযোজন করিবার জন্য পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন কমিটিসহ সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মিজানুর রহমান অনিক,
গ্রামঃ আড়মাখী (চরঝামা),
ডাকঃ ঝামাবাজার, থানাঃ মহম্মদপুর,
জেলাঃমাগুরা-৭৬৩০।